164

তারিখ [illegible]-NOV-1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ভোরের কাগজ

ইডেন অধ্যক্ষার প্রতিবাদ

গত ৪-১১-৯৮ তারিখে ভোরের কাগজে 'অন্যপক্ষ' পাতায় 'ইডেনে ছাত্রী হলের সমস্যা' শিরোনামে প্রতিবেদনটির যথাযথ ব্যাখ্যা। 'ইডেনে ছাত্রী হলে পানির জন্য ছাত্রীদের ঘটি-বাটি, কলসি নিয়ে লাইন দিতে হয়, কথাটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক হলেই তিনবার তিন ঘন্টা করে পানি দেওয়া হয় এবং ডাইনিং রুমে ও রান্নাঘরে ২৪ ঘন্টা পানি থাকে।

আরো বলা হয়েছে, প্রত্যেক কক্ষেই ১৬ জন করে ছাত্রী কোনোরকমে ঠাসাঠাসি করে দিনযাপন করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হল অনুযায়ী বড়ো কক্ষগুলোতে ছয়জন ও ছোট কক্ষগুলোতে চারজন ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা আছে। কোনো কক্ষেই ১৬ জন করে ছাত্রী বরাদ্দ দেওয়ার তথ্যটি সঠিক নয়। কোনোক্রমেই টিভি কক্ষ ও নামাজের কক্ষে ছাত্রীদের বরাদ্দ দেওয়া হয় না। দূরদূরান্ত থেকে আসা ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় থাকার যে ব্যবস্থা করা হয় সেখানেও গাদাগাদি করে রাখা হয় না। চুরির ব্যাপারে বলা হয়েছে, প্রায়ই মেয়েদের ব্যাগ থেকে টাকা ও অন্য মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায়। যারা পড়তে আসে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যতীত খুব মূল্যবান কিছু তারা সঙ্গে নিয়ে আসে না। প্রত্যেক হলে নাইট গার্ড থাকায় চুরির মতো বড়ো ধরনের কোনো ঘটনা আজো ঘটেনি। এমনকি দিনের বেলাতেও হলে বসবাসরত ছাত্রী ব্যতীত বহিরাগত ছাত্রীদের হলে প্রবেশের ব্যাপারে বাধাদানের জন্য প্রতিটি হল গেটে কর্মরত দারোয়ান রয়েছে। হোস্টেলের নিয়ম অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিকাল ও শুক্রবার সকালে কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত দারোয়ান দর্শনার্থীদের ডেকে দেয়, এতে টাকা নেওয়ার কোনো নিয়ম নেই। অন্য দিন ডাকার ব্যবস্থা করে তার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

প্রয়োজন ছাড়া প্রতিদিন দর্শনার্থীদের দেখা করার কোনো নিয়ম নেই। হোস্টেলের ছাত্রীরা প্রয়োজনে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে বাইরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। হলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত কর্মচারীরা প্রতিদিন তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

হলগুলোর ডাইনিঙের খাবার সম্পর্কে তার ধারণা দেখে অবাক লাগছে যে, এই দুর্মূল্যের বাজারে মাসিক ৩০০ টাকায় অর্থাৎ প্রতিবেলা খাবার ৫ টাকা হারে যে খাবার দেওয়া হয় সে সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। কলেজ এ খাতে কোনো ভর্তুকি পায় না। ফুডচার্জ বাড়ালে খাবার মান উন্নত করা যায়, কিন্তু সব ছাত্রী এতে একমত নয়। কেউ বাড়ানোর পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। সেজন্য প্রতিবেলায় মাত্র ৫ টাকায় খাবারের মান এরচেয়ে উন্নত করা সম্ভব নয়। চারটি হলের তিনটিতে কয়েন বক্স আছে এবং তিনটি হলে তিনটি কার্ডফোন আছে। অথচ প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে যে, কোনো হলেই কার্ডফোনের কোনো ব্যবস্থা নেই। তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ সমস্যার ব্যাপারে উদাসীন ও কর্তব্যরত শিক্ষকরাও মেয়েদের সমস্যার ব্যাপারে কোনো দৃষ্টি দেন না। কর্তব্যরত শিক্ষক সার্বক্ষণিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। কখনো যদি যান্ত্রিক গোলযোগ ও ত্রুটির জন্য বৈদ্যুতিক ও পানির সমস্যা হয়, তখনই সুরাহার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অনেক ভুল তথ্যে ভরা এ প্রতিবেদনটি পড়ে অনেকেই বিভ্রান্তির শিকার হবেন। কিছুদিন আগে পানি নিয়ে দুটি দলের মধ্যে মারামারি হয়েছে বলে যে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাও সত্য নয়।

[illegible]